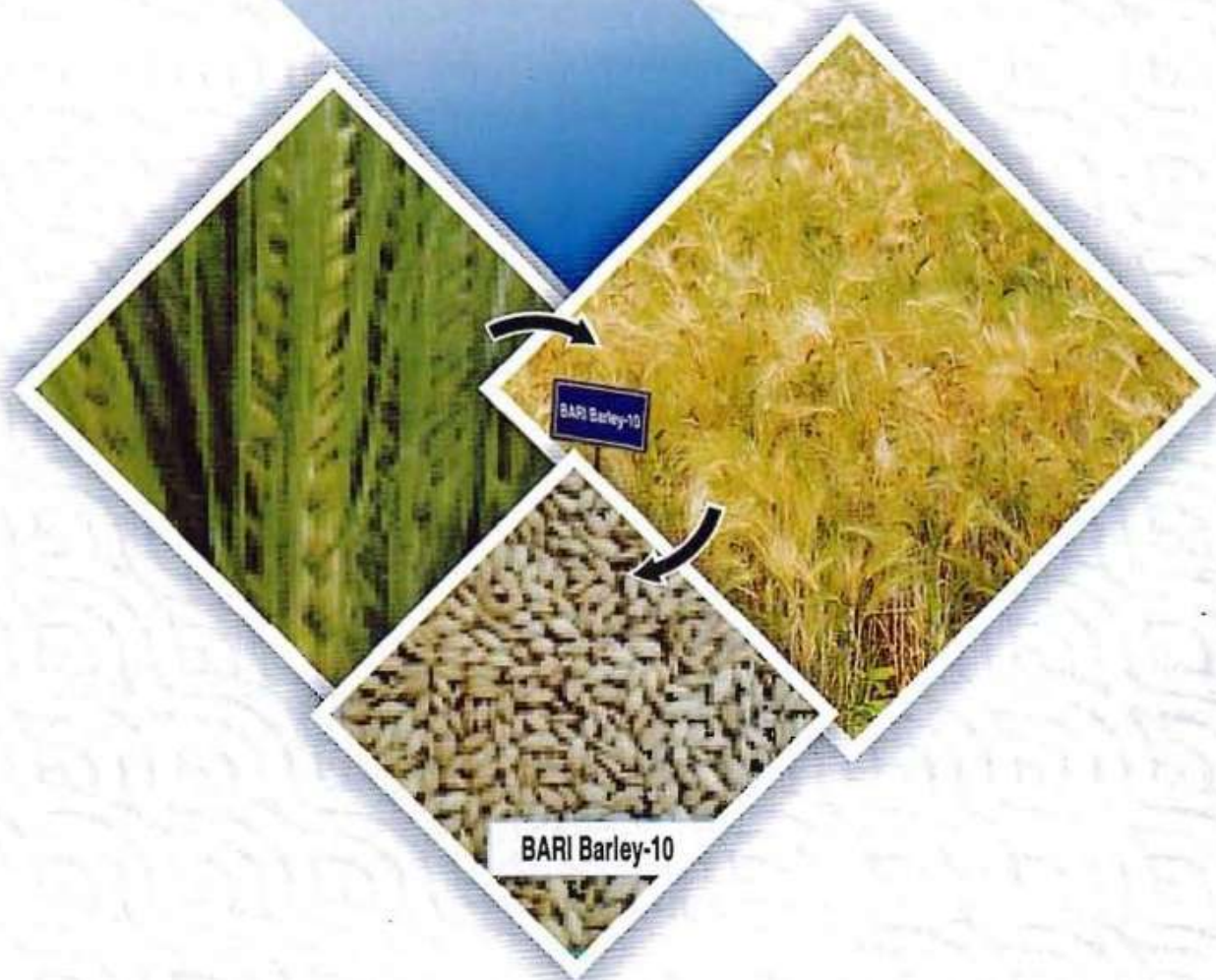


বারি বার্লি-১০



উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট
গাজীপুর-১৭০১

বারি বার্লি-১০

এর উৎপাদন কলাকৌশল ও ব্যবহার

ভূমিকা

বার্লি একটি প্রাচীনতম বংশগতভাবে লবণ সহিষ্ণু, পুষ্টি ও ঔষধীগুণ সম্পন্ন দানাদার ফসল, যা পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই চাষ করা হয় এবং একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ খাদ্যের উৎস হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এটি ধান, গম ও ভুট্টার পরে বিশ্বের ৪র্থ গুরুত্বপূর্ণ ফসল। বিভিন্ন তথ্য থেকে জানা যায় যে, বার্লির উৎপত্তি স্থান হলো মধ্যপ্রাচ্য, তবে বর্তমানে বার্লি চাষের প্রধান দেশগুলো হলো আমেরিকা, কানাডা, ফ্রান্স, যুক্তরাজ্য, জার্মানী, তুরস্ক, মরক্কো এবং ইথিওপিয়া।

বাংলাদেশে আদিকাল থেকেই বার্লি চাষাবাদ হয়ে আসছে যা স্বল্প ব্যবস্থাপনায় প্রান্তিক জমিতে সহজেই চাষ করা যায়। বর্তমানে বার্লি একটি সময় উপযোগী এবং প্রতিকূল পরিবেশ সহনশীল ফসল। এটি একাধারে খরা ও লবণাক্ততা সহনশীল এবং অনুর্বর জমিতে চাষযোগ্য যেখানে অন্যান্য দানাদার ফসল চাষ যথেষ্ট কষ্টসাধ্য। তাছাড়া ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর ক্রমশ নিম্নগামী হওয়ায় ইতঃমধ্যে যেসব অঞ্চলে পানির সংকট দেখা দিচ্ছে (দেশের পশ্চিমাঞ্চলীয় এলাকা যেমন: রংপুর, দিনাজপুর, রাজশাহী, ঠাকুরগাঁও, পঞ্চগড়, নীলফামারী, কুড়িগ্রাম ও লালমনিরহাটের প্রায় ৩৫ মিলিয়ন জমিতে প্রতি বছর খরা দেখা দেয়) সেসব অঞ্চলে বার্লি একটি অত্যন্ত সম্ভাবনাময় ফসল। স্বল্পায়ু এবং কম রোগবালাই আক্রান্ত হয় বলে বার্লি ভবিষ্যতের খাদ্য নিরাপত্তা ও টেকসই কৃষিতে অসামান্য অবদান রাখবে বলে আশা করা যায়।

বার্লি স্টার্চ, খনিজ, ভিটামিন এবং প্রোটিনের একটি চমৎকার উৎস। এতে বেটা-গ্লুকোন নামে এক ধরনের আঁশ থাকে যা রক্তে কোলেস্টেরলের পরিমাণ কমিয়ে হৃদরোগের ঝুঁকি কমায়। উল্লেখ্য যে, বার্লিতে অন্যান্য দানাদার ফসলের তুলনায় গ্লাইসেমিক সূচক (কার্বহাইড্রেটের উপাদান ধীরে ধীরে রক্তে শোষিত হওয়া) কম (২৫-২৮) হওয়ায় রক্তে গ্লুকোজের ভারসাম্য রক্ষা করে ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে। উচ্চ পরিমাণ দ্রবণীয় ফাইবার থাকার কারণে কোষ্ঠকাঠিন্য রোগ নিয়ন্ত্রণেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বার্লির আটা থেকে সহজেই রুটি, পরোটা, পাউরুটি, কেকসহ বিভিন্ন ধরনের পিঠা তৈরি করা যায়। দানাদার এই ফসলটি শুধু মানুষের খাদ্য হিসেবেই নয়, পশু খাদ্য হিসেবেও ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।

জাত উদ্ভাবনের ইতিবৃত্ত

উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ, বিএআরআই, গাজীপুর ১৯৯৬ সালে K-163 লাইনটি ও ১৯৯৭ সালে IBYT/97-4 লাইনটি ICARDA, Syria থেকে সংগ্রহ করে। ২০০৩-২০০৪ সালে K-163 ও IBYT/97-4 লাইন দুটির মধ্যে সংকরায়ন ও পর্যায়েক্রমে বাছাইয়ের মাধ্যমে মূল্যায়নকৃত BHL-25 অগ্রবর্তী লাইনটিতে লবণাক্ততা সহনশীল (১০ ডিএস/মি) বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায়, যা ২০২৩ সালে বারি বার্লি-১০ জাত হিসেবে অবমুক্ত করা হয়। উল্লেখ্য যে, লবণাক্ত এলাকা যেমন, বেনারপোতা, সাতক্ষীরা, বরগুনা, পটুয়াখালী, খুলনাতে লাইনটির ফলন ক্ষমতা ভালো।

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও গুণাগুণ

- * জাতটির শীষ ছয় সারি বিশিষ্ট ও দানা খোসামুক্ত।
- * গাছের উচ্চতা ৯০-৯৫ সে.মি.।

- * লবণাক্ত জমিতে গড়ে ২.০-২.৪০ টন/হে. ফলন দিতে সক্ষম এবং পরিপক্ব হতে ৮৫-৯০ দিন সময় লাগে।
- * স্বাভাবিক জমিতে ফলন ২.৫-৩.০ টন/হে. এবং পরিপক্ব হতে ৯৫-১০৫ দিন সময় লাগে।
- * হাজার দানার ওজন ৩৬-৪০ গ্রাম।

মাটি এবং জলবায়ু

পানি নিষ্কাশন ক্ষমতা ভালো এমন দো-আঁশ,-বেলে দো-আঁশ এবং হালকা এঁটেল মাটি বার্লির জন্য উত্তম। অম্লীয় মাটি বার্লির জন্য ক্ষতিকর, তাই pH ৫ এর নিচে হলে চুন প্রয়োগ করা যেতে পারে। মাটির pH ৬.০ থেকে ৮.৫ এর মধ্যে, তবে ৬.৫ সবচেয়ে ভালো। বার্লির জন্য তাপমাত্রা ১৫-২০ ডিগ্রি সেলসিয়াস সবচেয়ে উপযুক্ত। বার্লি ঠান্ডা জলবায়ু পছন্দ করে; অঙ্কুরোদগমের জন্য ৪-৫°C বা তার বেশি তাপমাত্রা প্রয়োজন। ঠান্ডা, শুষ্ক বা আধা-শুষ্ক জলবায়ু এবং হালকা শীতকাল বার্লি চাষের জন্য সর্বোত্তম। এটি তুলনামূলকভাবে খরা-সহনশীল, কিন্তু ভালো ফলনের জন্য পর্যাপ্ত পানির প্রয়োজন হয়।

চাষের বর্ণনা

মাটির জোঁ থাকা অবস্থায় জমির প্রকারভেদে প্রথমে ৩-৪টি আড়া আড়ি চাষ ও মই দিয়ে মাটি ঝুরঝুরে করে নিতে হয়।

সারের পরিমাণ

প্রতি হেক্টর সেচযুক্ত জমিতে ইউরিয়া, টিএসপি, এমওপি যথাক্রমে ১৮০ কেজি, ১২৫ কেজি, ১০০ কেজি এবং সেচবিহীন জমিতে ১৩৫ কেজি, ১২৫ কেজি, ১০০ কেজি হারে প্রয়োগ করতে হবে। সেচবিহীন চাষে সমস্ত সার শেষ চাষের সময় প্রয়োগ করা উত্তম। জমিতে সেচের সুবিধা থাকলে জমি তৈরির শেষ পর্যায়ে বর্ণিত ইউরিয়ার এক তৃতীয়াংশ ও অন্যান্য সারের সবটুকুই মাটির সাথে ভালভাবে মিশাতে হবে। বাকি এক তৃতীয়াংশ ইউরিয়া বীজ বপনের ৩০-৩৫ এবং ৭০-৭৫ দিন পর উপরি প্রয়োগ করতে হবে।

বীজ বপনের সময়

রবি মৌসুমে কার্তিক মাসের ২য় সপ্তাহ থেকে অগ্রহায়ণের শেষ সপ্তাহ পর্যন্ত বীজ বপন করা যায়। এর চেয়ে দেরি হলে ফলন কমে যায়। অগ্রহায়ণের প্রথম সপ্তাহ থেকে পৌষ এর প্রথম সপ্তাহ (নভেম্বর থেকে ডিসেম্বর) পর্যন্ত বীজ বপনের উপযুক্ত সময়।

বীজের পরিমাণ

সারিতে বপনকৃত জমিতে হেক্টর প্রতি ৬০ কেজি বীজ বপন করতে হবে। ছিটিয়ে বপন করলে ৮০ কেজি বীজ প্রয়োজন।

বীজ বপনের দূরত্ব

সারি থেকে সারির দূরত্ব ২৫ সে.মি. এবং গাছ থেকে গাছের দূরত্ব ১০ সে.মি.।

অন্তর্বর্তীকালীন পরিচর্যা

বীজ বপনের পর চারা ঘন হলে চারা গজানোর পর গাছ পাতলা করতে হবে। প্রয়োজন অনুসারে জমি অবশ্যই আগাছামুক্ত রাখতে হবে।

সেচ ও পানি নিষ্কাশন

বার্লি মূলত শীতকালীন খরা সহনশীল ফসল- যার পানির চাহিদা সীমিত। জমির প্রকারভেদে ৩-৪ বার সেচের প্রয়োজন হয়।

প্রথম সেচ: চারা গজানোর সময় বা অঙ্কুরোদগমের পর্যায়ে যেখানে বপনের সময় পর্যাপ্ত আর্দ্রতা প্রয়োজন।

দ্বিতীয় সেচ: সক্রিয় টিলারিং পর্যায় (বপনের প্রায় ৩০-৩৫ দিন পর)।

তৃতীয় সেচ: বুটিংয়ের পর্যায় (বপনের প্রায় ৬০-৬৫ দিন পর)।

চতুর্থ সেচ: শস্য ভরাট পর্যায় (বপনের প্রায় ৮০-৮৫ দিন পর)। এই পর্যায়গুলির মধ্যে সক্রিয় টিলারিং এবং শস্য ভরাট পর্যায়গুলি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। জলাবদ্ধতা বা ভারী সেচ এড়ানো উচিত। প্রয়োজন হলে পানি নিষ্কাশন করতে হবে।

ফসল সংগ্রহ

বার্লির শীষ খড়ের রং ধারণ করলে ও পাতা কিছুটা বাদামী রং ধারণ করলে ফসল সংগ্রহ করতে হবে।

বীজ সংরক্ষণ

গাছ থেকে ফসল সংগ্রহ করার পর রোদে ৩-৪ দিন খুব ভাল করে শুকিয়ে মাড়াই যন্ত্রের সাহায্যে দানা ছাড়িয়ে নিতে হবে। দানা ছাড়িয়ে ভালভাবে ঝেড়ে আবার রোদে শুকিয়ে বীজের আর্দ্রতা শতকরা ১২ ভাগের ভিতর আনতে হবে। শুকনো বীজ মাটির বা টিনের পাত্রে সংরক্ষণ করতে হবে। পাত্রের মুখ বন্ধ রাখতে হবে যাতে বাইরের বাতাস পাত্রে ঢুকতে না পারে।

ক্ষতিকর পোকা দমন

কাটুই পোকা

ক্ষতির ধরন: এ পোকার ক্ষতিকর ধাপ হচ্ছে কীড়া। কীড়া সাধারণত রাতের বেলা কার্যক্ষম থাকে। দিনের বেলা কীড়া মাটির ফাটলে, মাটির ঢেলায় এবং আবর্জনার মধ্যে লুকিয়ে থাকে। এরা রাতের বেলা বের হয়ে বার্লির চারা গাছ কেটে ফেলে। কাটুই পোকার আক্রমণে জমিতে বার্লি গাছের সংখ্যা কমে যায় বলে স্বাভাবিকভাবে ফলনও কম হয়।



চিত্র ১: বার্লির কাটুই পোকা

দমন ব্যবস্থাপনা

- * ভোরে জমিতে গিয়ে কর্তিত চারার গোড়া খুঁড়ে কীড়াগুলো মেরে ফেলতে হবে।
- * রাতের বেলা টর্চ বা হারিকেন নিয়ে জমিতে গিয়ে কাটুই পোকার কীড়া সংগ্রহ করে মেরে ফেলা যেতে পারে।
- * জমিতে সেচ দিলে মাটির নিচে লুকিয়ে থাকা কীড়া মাটির উপরে উঠে আসে। ফলে সহজে পাখি এদের ধরে খায় এবং হাত দিয়ে মেরে ফেলা যায়।

- * হেক্টর প্রতি ২ কেজি সেভিন ৮৫ ডাব্লিউ পি অথবা সানটাপ ৫০ এসপি, ১০০ কেজি গম বা ধানের কুঁড়ার সাথে পরিমাণ মতো পানিতে মিশিয়ে এমন একটি বিষটোপ তৈরি করতে হবে যা হাত দিয়ে ছিটানো যায়। এ বিষটোপ সন্ধ্যা বেলায় আক্রান্ত ক্ষেতে চারা গাছের গোড়ায় ছিটিয়ে প্রয়োগ করলে কাটুই পোকাকার কীড়া দমন সহজ হয়।
- * আক্রমণ তীব্র হলে প্রতি লিটার পানির সাথে ৫ মিলি ক্লোরোপাইরিফস ২০ ইসি জাতীয় কীটনাশক (ডারসবান/পাইরিফস) মিশিয়ে চারা গাছগুলির গোড়া মাটি ভিজিয়ে ভালভাবে স্প্রে করে দিয়ে এ পোকাকার আক্রমণ কমানো যায়।

রোগ দমন

বার্লির গোড়া পঁচা রোগ (Foot Rot of Barley) (*Sclerotium rolfsii*)

লক্ষণ

- * স্ক্লেরোশিয়াম (*Sclerotium*) নামক ছত্রাকের আক্রমণে এই রোগ দেখা দিয়ে থাকে। প্রথমে গাছের গোড়ায় হলদে দাগ দেখা যায়, পরে দাগ গাঢ় বাদামী হয়ে আক্রান্ত স্থানের চারিদিক ঘিরে ফেলে। ফলে গাছ শুকিয়ে মরে যায়।
- * অনেক সময় গাছের গোড়ায় ও মাটিতে বাদামী থেকে কালো রংয়ের সরিষার দানার মতো স্ক্লেরোশিয়াম গুটি দেখা যায়।
- * বৃষ্টি ও সেচের পানির মাধ্যমে বিস্তার লাভ করে। আর্দ্রতাপূর্ণ মাটিও এ রোগ বিস্তারের জন্য সহায়ক।



চিত্র ২: বার্লির গোড়া পঁচা রোগ

সমন্বিত দমন ব্যবস্থাপনা

- * বীজ লাগানোর ৫-৭ দিন আগে মাটিতে ট্রাইকো-কম্পোস্ট ভালভাবে মিশিয়ে দিলে বার্লির গোড়া পঁচা রোগ দমন করা যায়।
- * রোগের আক্রমণ দেখা দিলে কাডিম ৫০ ডাব্লিউপি ১০ লিটার পানিতে ২৫ গ্রাম হারে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।

বার্লির পাতার দাগ রোগ

(Leaf Blotch of Barley) (*Bipolaris* sp.)

লক্ষণ

- * আক্রান্ত বার্লির পাতায় লম্বাটে গাঢ় বাদামী থেকে কাল দাগ দেখা যায়।
- * দাগের কিনারা হলদে হয়।



চিত্র ৩: বার্লির পাতার দাগ রোগ

সমন্বিত দমন ব্যবস্থাপনা

- * একই জমিতে বারবার বার্লি চাষ করা যাবে না।
- * বার্লি কাটার পর পরিত্যক্ত অংশ ধ্বংস করতে হবে।
- * উন্নত জাতের বার্লির বীজ বপন করতে হবে।
- * আক্রমণ বেশি হলে প্লান্টার ৩২.৫ এসসি ১ মি.লি./লি. হারে পানিতে মিশিয়ে শেষ বিকেলে স্প্রে করা যেতে পারে।

বার্লির শীষ ঝলসানো রোগ Head Blight of Barley (*Fusarium graminearum*)

লক্ষণ

- * আক্রান্ত বার্লির শীষে কিছু কিছু দানা বিবর্ণ হয়ে যায়।
- * মাড়াইয়ের পর দানায় বাদামি দাগ দেখা যায়।



চিত্র ৪: বার্লির শীষ ঝলসানো রোগ

সমন্বিত দমন ব্যবস্থাপনা

- * একই জমিতে বারবার বার্লি চাষ করা যাবে না।
- * বার্লি কাটার পর পরিত্যক্ত অংশ ধ্বংস করতে হবে।
- * উন্নত জাতের বার্লি বপন করতে হবে।
- * আক্রমণ বেশি হলে প্লান্টার ৩২.৫ এসসি ১ মি.লি./লি. হারে পানিতে মিশিয়ে শেষ বিকেলে স্প্রে করা যেতে পারে।

স্বাস্থ্য উপকারিতা/বার্লির ঔষধীগুণ

- * ওজন কমাতে সাহায্য করে: বার্লিতে থাকা ফাইবার পেট ভরা রাখে, যা অতিরিক্ত খাবার খাওয়া থেকে বিরত থাকতে সাহায্য করে।
- * ডিটক্স (Detoxification) করে: বার্লির পানীয় শরীর থেকে বিষাক্ত পদার্থ বের করে দিতে সাহায্য করে এবং কিডনির কার্যকারিতা বাড়ায়।
- * ত্বকের স্বাস্থ্য ভালো রাখে: বার্লিতে থাকা অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, জিংক ও সেলেনিয়াম ত্বকের স্বাস্থ্য ভালো রাখতে এবং ত্বকের স্থিতিস্থাপকতা বাড়াতে সাহায্য করে।
- * ভিটামিন ও খনিজ সরবরাহ করে: এটি ভিটামিন-বি, ম্যাগনেসিয়াম, ফসফরাস এবং সেলেনিয়ামের মতো প্রয়োজনীয় খনিজ সরবরাহ করে, যা শরীরের বিভিন্ন কার্যক্রমে সহায়তা করে।
- * গর্ভাবস্থায় উপকারী: গর্ভাবস্থায় বার্লি জল পান করলে ফোলেটের চাহিদা পূরণ হয় এবং হজমের সমস্যা ও বমি বমি ভাব থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।

বার্লি/যব দিয়ে তৈরি খাবারসমূহ

- * যবের পায়েরস: দুধ, চিনি ও যব দিয়ে তৈরি মিষ্টি পায়েরস, উৎসব ও বিশেষ দিনে জনপ্রিয়।
- * যবের স্যুপ: সবজি বা মাংসের সাথে যব দিয়ে তৈরি স্যুপ, শীতকালে বিশেষভাবে খাওয়া হয়।
- * যবের জল: শরীর ঠান্ডা রাখতে ও হজমে সহায়ক পানীয়। এটি তৈরি করতে বার্লি ভালো করে ধুয়ে ১০-১৫ মিনিট সেদ্ধ করে ছেঁকে নিতে হয়, সাথে লেবু বা মধু যোগ করে খেতে হয়।

- * যবের ভাত: চালের মতো করে ধুয়ে, ভিজিয়ে রেখে ভাতের মতো রান্না করা যায়। এটি ফ্রাইড রাইস হিসেবেও খাওয়া যায়।
- * যবের খিচুড়ি: ডাল, সবজি ও মসলার সাথে যব মিশিয়ে রান্না করলে একটি পুষ্টিকর খিচুড়ি তৈরি হয়।
- * যবের ছাতু: যব ভেজে তারপর পিষে গুঁড়ো করে ছাতু তৈরি করা হয়, যা বিভিন্নভাবে খাওয়া যায়। এটি গুধু লবণ দিয়ে অথবা অন্যান্য খাবারের সাথে মিশিয়ে খাওয়া যায়।
- * যবের রুটি: যবের দানা গুঁড়ো করে আটা তৈরি করা যায়। এই আটা ব্যবহার করে রুটি তৈরি করা হয়।
- * অন্যান্য: যব বিভিন্ন সুস্বাদু খাদ্য, এনার্জি ড্রিংকস এবং বিয়ার তৈরির উপাদান হিসেবেও ব্যবহার করা হয়।

বার্লির/যবের ছাতু তৈরির পদ্ধতি

- * বার্লির দানা সামান্য ভেজে মেশিনে, ব্লেন্ডারে কিংবা যাতায় পিষে মিহি পাউডার করলেই তৈরি হয়ে যাবে যবের ছাতু।

বার্লির/যবের ছাতু খাওয়ার নিয়ম

- * যবের ছাতু খাওয়ার সব থেকে প্রচলিত পদ্ধতি হলো পানিতে ভিজিয়ে খাওয়া। পেটে যবের ছাতুতে প্রয়োজন মতো পানি মিশাতে হবে। পানি মেশানোর কারণে স্বাদহীন লাগতে পারে। এজন্য সামান্য বিট লবণ এবং মিষ্টি করার জন্য কিছুটা গুড় বা মিষ্টি মিশিয়ে খাওয়া যায়।
- * এক গ্লাস পানিতে এক টেবিল চামচ ছাতু, এক চা চামচ মধু, সামান্য লেবুর রস ও এক চিমটি ভাজা জিরার গুঁড়া মিশিয়ে খাওয়া যায়।

বিভিন্ন দানাদার শস্যের পুষ্টিমান

পুষ্টিমান	বার্লি	ভুট্টা	গম	ধান
আমিষ	১১.৫০	১১.১	১২.১	৬.৪
চর্বি	১.৩০	৩.৬	১.৭	০.৪
আঁশ	৩.৯০	২.৭	১.৯	০.২
শ্বেতসার	৬৯.৬০	৬৬.২	৬৯.৪	৭৯.০
শক্তি (কিলোক্যালরি)	৩৩৬	৩৪২.০	৩৪১.০	৩৪৬
ক্যালসিয়াম	২৬	১০.০	৪৮.০	০.৯
লৌহ (মি.গ্রা.)	৩.০	২.০	১১.৫	৪
কেরোটিন (মি.গ্রা.)	১০	-	-	-
থায়ামিন (মি.গ্রা.)	০.৪৭	০.৪	০.৫	০.৫৭
রিবোফ্লাবিন (মি.গ্রা.)	০.২০	০.১	০.২	০.১
নিয়াসিন (মি.গ্রা.)	৭.২০	২.৮০	১.৬০	৭.৪০

Ref. Nutritive Value of Indian Foods

By C. Gopalan, B.V. Ramasastri and S.C. Basubramanian GI- Harvard health publishing

রচনায়

- ড. মোহাম্মদ জহিরুল আলম তালুকদার
- ড. মোহাম্মদ মোতাছিম বিল্লাহ
- ড. শাহনেওয়াজ বেগম
- আফসানা হক আঁখি
- মোছা: সেলিনা আক্তার
- আনিকা তাবাসসুম
- মুহাম্মদ খোরশেদ আলম
- খাদিজাতুল কোবরা
- জান্নাতুল নাসিম
- ড. মো. মতিয়ার রহমান
- ড. ফেরদৌসী বেগম

সম্পাদনায়

- ড. মোহাম্মদ জহিরুল আলম তালুকদার
- ড. মোহাম্মদ মোতাছিম বিল্লাহ
- ড. রেশমা সুলতানা

প্রকাশনায়

উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট
গাজীপুর-১৭০১

মুদ্রণ সংখ্যা

১০০০ (এক হাজার) কপি

প্রকাশ কাল

এপ্রিল, ২০২৬ খ্রি.

বিস্তারিত তথ্যের জন্য



উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর-১৭০১

☎ ৪৯২৭০০৭০, পিএবিএক্স: ৪৯২৭০০৪১-৮, এক্স: ৫৩১৮

✉ csopbreeding@yahoo.com, 🌐 www.bari.gov.bd

মুদ্রণে: দি প্রিন্টভ্যালী প্রেস, জয়দেবপুর, গাজীপুর।

মোবা: 01793-511733, ই-মেইল: theprintvalleypress@gmail.com